২১ দফা দাবি

জাপানি সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ওকুমা শিগেনবু চিন প্রজাতন্ত্রের(সময়কালঃ ১৯১২-১৯৪৯) কাছে ৮ই জানুয়ারি, ১৯১৫ সালে যে দাবি পেশ করেছিলেন তাকে ২১ দফা দাবি বলে। এই দাবিগুলি পূরণ হলে চিনের ওপর জাপানের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন হত। সুতরাং পশ্চিমী দেশগুলি ভীষণভাবে এই ২১ দফা দাবির বিরোধিতা করে কারণ এতে তাদের অর্থনীতির বড় ক্ষতি হত চিন ও পূর্ব এশিয়ায়। চিনারাও এই ২১ দফা দাবির প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিল জাপানি পণ্য বয়কটের মাধ্যমে। জাপানি পণ্য তাদের কাছে এতটাই অপ্রিয় হিয়ে উঠেছিল যে চিন দেশে জাপানের রপ্তানি ৪০% কমে যায়। শেষ পর্যন্ত এই দাবি থেকে জাপান খুব বেশি লাভ করতে পারেনি। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে জাপান পঞ্চম দফা দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যদি এই পঞ্চম দফা দাবি গৃহিত হত তাহলে চিনা অর্থনীতি জাপানের কুক্ষিগত হত এবং চিনে এতদিন যে মুক্ত দ্বার নীতি চলছিল পশ্চিমী দেশগুলো তা থেকে বঞ্চিত হত।

চিনের শ্যানডং প্রদেশ জার্মান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান জার্মানিকে চিনে হারিয়ে দেয় এবং শ্যানডং প্রদেশ দখল করে ১৯১৪ সালে। এর পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশ মন্ত্রী কাতো তকাকি ২১ দফা দাবির খসড়া তৈরি করেন। জেনরো ও সম্রাট তাইশো এই দলিল দেখার পর ডায়েট এটি অনুমোদন করে। চিনের রাষ্ট্রপতি ইউয়ান শিকাই'এর (চিন প্রজাতন্ত্র – ১৯১২-১৯৪৯) ১৮ই জানুয়ারি, ১৯১৫ সালে ২১ দফা দাবি পেশ করে বলা হয় অবিলম্বে এই দাবি পূরণ করতে, নচেৎ চিন বিপন্ন হবে।

২১ দফা দাবির বিষয়গুলি ছিল –

১ম দফা (৪টি দাবি) – চিনের শ্যানডং প্রদেশ জার্মানি থেকে জাপানি নিয়ন্ত্রনে যাবে, এই প্রদেশের বন্দর, রেলপথ, সমস্ত শহর জাপানের অধীনে থাকবে।

২য় দফা (৭টি দাবি) – জাপান দক্ষীণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথ অঞ্চলে ৯৯ বছরের ইজারা দাবি করে। দক্ষীণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব অর্ন্তর্মোঙ্গোলিয়া (Inner Mongolia) অঞ্চলে জাপান নানাবিধ দাবি করে যেমন এই সব অঞ্চলে তারা বসবাস করলেও এই অঞ্চলের আইনের কবলে তারা থাকবে না, জাপানি লগ্নী এই অঞ্চলে গুরুত্ব পাবে এবং এর প্রয়োজনে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মচারী নিযুক্ত হবে এই অঞ্চলে, জাপান অর্ন্তর্মোঙ্গোলিয়ার কাঁচা মাল ব্যবহার করতে পারবে ও উৎপাদন অঞ্চল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। সেই সঙ্গে অর্ন্তর্মোঙ্গোলিয়াকে রাশিয়ার করিয়া আক্রমণের ক্ষেত্রে বাফার (buffer – দুটো বিবদমান অঞ্চলের মধ্যে একটা অঞ্চল যা মূল অঞ্চলকে সুরক্ষা দেয়) হিসেবে ব্যবহার করবে জাপান।

৩য় দফা (২টি দাবি) – জাপান মধ্য চিনের তিনটি অঞ্চল হ্যানইয়াং, দায়ে ও পিংসিয়াং এর খনির ওপর দাবি জানায়।

৪র্থ দফা (১টি দাবি) – এই দাবিতে জাপান জানায় যে চিন অন্য কোন দেশকে তার উপকূল বা কোন দ্বীপে কোন সুবিধা দিতে পারবে না।

৫ম দফা (৭টি দাবি) – চিন ও পশ্চিমী দেশগুলোর পক্ষে এই দফার দাবিগুলো সব থেকে বিপজ্জনক ছিল। এতে বলা হয় যে চিনে জাপান থেকে উপদেষ্টা পাঠানো হবে যারা প্রয়োজনে চিনের অর্থনীতি ও পুলিসি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিতে পারবে। জাপান চিনে তিনটে প্রধান রেলপথ তৈরি করতে পারবে, বৌদ্ধ মন্দির ও বিদ্যালয় তৈরি করতে পারবে। জাপান চিনের ফুজিয়ানের নিয়ন্ত্রণ পাবে।

পশ্চিমী বিরোধিতার ভয়ে জাপান যতদিন সম্ভব ৫ম দফার দাবিগুলি গোপন রেখেছিল। অন্যদিকে চিন বুঝেছিল যে ৫ম দফার দাবি কার্যকর হলে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিপুল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে তাই চিন ৫ম দফার দাবি প্রকাশ করে দেয়। কার্যক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশ ও চিনের বিরোধিতার মুখে জাপান ২১ দফা দাবি থেকে ৫ম দফার দাবিগুলি তুলে নেয় এবং ২৫এ মে, ১৯১৫ সালে নতুন করে ১৩টি দাবি নিয়ে একটি চুক্তি সই হয় জাপান ও চিনের মধ্যে।

এই চুক্তিতে নতুন করে জাপানের কোন অঞ্চল বা সুবিধা লাভ হয়নি যা আগেই জাপানের ছিল না। উপরন্তু বৃটেন, জাপানের সব থেকে কাছের বন্ধু, মনে করেছিল যে জাপান কূটনীতির ক্ষেত্রে উদ্ধত মনোভাব নিয়েছে। আমেরিকাও জাপানের ওপর অসন্তুষ্ট হয়। চিনের মানুষ এই চুক্তির বিরোধী ছিল এবং এই বিরোধ থেকেই চিনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মে ফোর্থ মুভমেন্ট (৪ঠা মে'এর আন্দোলন) শুরু হয়। চিনের বিরোধিতা ও আমেরিকার অসন্তোষের ফলে ১৯২২ সালে শ্যানডং প্রদেশে চিনকে নামমাত্র সার্বভৌমতা দেওয়া হয়, যদিও সেখানে জাপানের অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় থাকে।